৬.৫ ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তি (Disproof of the Existence of God in Indian Philosophy)

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যায় ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। এইসব দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিজস্ব নিজস্ব পৃথক যুক্তি আছে। আমরা একে একে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারের যুক্তিগুলি উপস্থিত করব।

Scanned by CamScanner

ঈশ্বর। রাজা বাদে আর কোন ঈশ্বর নেই।

খ. বৌদ্ধদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন (Refutation of the existence of God by the Bauddhas) ঃ আদি বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে দেখা যায় যে বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বলেননি। ঈশ্বর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি নীরব থাকতেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিলাভের উপায়ই ছিল বুদ্ধদেবের কাছে প্রধান। শিষ্যদের তিনি সেই কথাই বোঝাতেন। এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করা তিনি অবান্তর বলে মনে করতেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন উদাসীন। অনেক পণ্ডিতের মতে তিনি ছিলেন সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরবিরোধী। এই বক্তব্যের সমর্থনে অশ্বঘোষ রচিত "বুদ্ধচরিত"-এর উল্লেখ করা যায়। অশ্বঘোষ বর্ণিত বুদ্ধদেবের ঈশ্বরবিরোধী যুক্তিগুলি নিম্নরূপ—

১. 'জগৎ যদি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে জগতের কোন পরিবর্তন বা ধ্বংসের স্থান নেই, জগতে দুঃখ বা বিপর্যয়, ভালো বা মন্দ বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ পবিত্র বা অপবিত্র সকল বস্তুই ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন'।

২. 'দুঃখ এবং আনন্দ, ভালোবাসা এবং ঘৃণা, যা সকল চৈতন্যবিশিষ্ট জীবেই ব্যক্ত যদি ঈশ্বরের ক্রিয়া হয়, তবে ঈশ্বর নিজেই দুঃখ এবং আনন্দ, ভালোবাসা ও ঘৃণার অধীন আর এগুলি যদি তাঁর মধ্যে (ঈশ্বরের মধ্যে) থাকে তাহলে কীভাবে তাঁকে পূর্ণ (perfect) বলা যায়?'

৩. 'ঈশ্বর যদি স্রষ্টা হয় এবং সকল বস্তুই যদি তাদের স্রষ্টার অধীন হয়, তাহলে সৎকর্মের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কী? সেক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ কর্ম একই হয়ে দাঁড়ায় কারণ সব কর্মই তাঁর সৃষ্টি এবং সেই হিসেবে সেগুলি তাদের স্রষ্টার সঙ্গে অভিন্ন'।

Scanned by CamScanner

৪. 'কিন্তু যদি দুঃখ ও দুঃখভোগ অপর কোন কারণের উপর আরোপিত হয়, তাহলে কিছু থাকছে ঈশ্বর যার কারণ নন। তাহলে যা কিছু অস্তিত্বশীল তাকে কারণহীন বলা যাবে না কেন'?

৫. 'আবার, ঈশ্বর যদি স্রষ্টা হন তবে হয় তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা বিনা উদ্দেশ্যে কাজ করেন। যদি তিনি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন তবে তাঁকে পূর্ণ (perfect) বলা যায় না। কারণ উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবেই কোন অভাবকে সূচিত করে যে অভাব পূরণ করা প্রয়োজন। আর ঈশ্বর যদি বিনা উদ্দেশ্যে কাজ করেন তবে হয় তিনি পাগল অথবা দুগ্ধপোষ্য শিশু'।

৬. 'এছাড়া ঈশ্বরই যদি স্রষ্টা হন, তবে লোকে কেন ভক্তিভরে তাঁর অধীন হয় না? কেন দায়ে পড়লেই তাঁর পূজা করে? কাজেই যুক্তির বিচারে ঈশ্বরের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করা এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত পরস্পর বিরোধিতার মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত'।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই যুক্তিগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল। পরবর্তী কালের মহাযানপন্থী বৌদ্ধবাদীগণ এইসব যুক্তির সারবত্তায় অসন্তুষ্ট হলেও ঈশ্বর অস্বীকারকে মেনেই নিয়েছেন।

Scanned by CamScanner